বার্ষিক প্রতিবেদন

(জুলাই, ২০২২- জুন, ২০২৩)

উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা

পুটিমারী, সাঘাটা, গাইবান্ধা

সম্পাদক ঃ মোঃ শাহাদত হোসেন মন্ডল
নির্বাহী পরিচালক

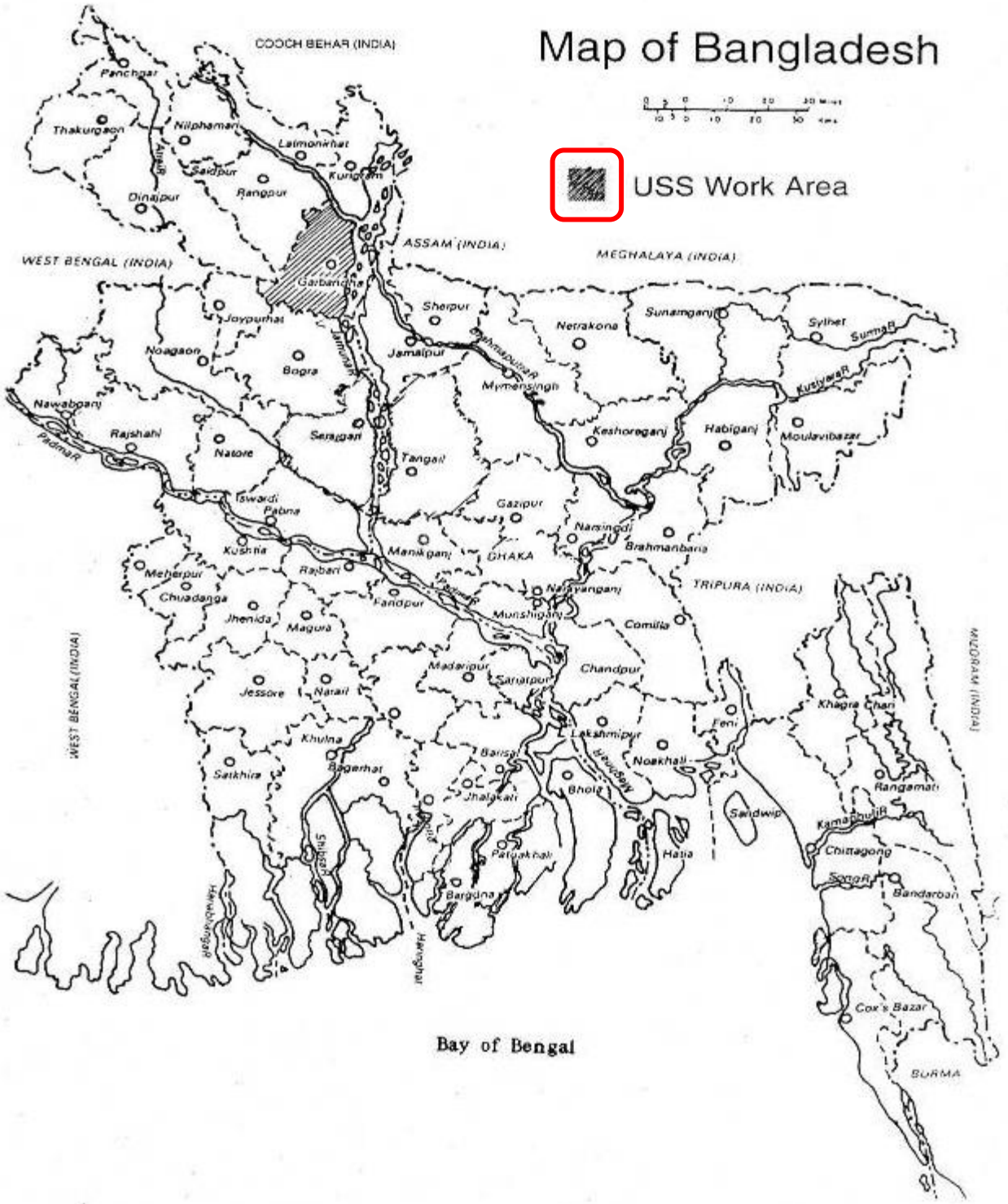
সম্পাদনা পরিষদ ঃ মুন্নি আকতার
প্রোগ্রাম ম্যানেজার

মোঃ শাহরিয়ার হোসেন
মনিটরিং এন্ড ডকুমেন্টেশন অফিসার

প্রচ্ছদ ও ডিজাইনে ঃ উদয়ন টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট।
প্রকাশনায় ঃ ডকুমেন্টেশন সেল, উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা

মোবাইল ঃ **০১৭১১-৪১৩৭৬৫.**
ইমেইল ঃ uss.gaibandha@gmail.com / info@udayanbd.org
ফেইসবুক ঃ www.facebook.com/ussgaibandha
ওয়েব সাইট ঃ www.ussbd.org

MAP SHOWING THE WORKING AREA OF UDAYAN SWABOLOMBEE SANGSTHA (USS)



-ঃ সূচী পত্র ঃ-

বার্ষিক প্রতিবেদনের প্রচ্ছদ ----------
সম্পাদনা ---------- ১
বাংলাদেশের মানচিত্রে সংস্থার কর্মএলাকা ---------- ২
সুচীপত্র ---------- ৩
পরিচালকের দু'টি কথা ---------- ৪
ভিশন, মিশন, আদর্শ, মূল্যবোধ ও উদ্দেশ্য ---------- ৫
কর্মসূচী সমূহ ঃ ---------- ৬
কর্ম এলাকা ও লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠী ---------- ৭
শিক্ষা, তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন---------- ০৮-১০
জীবন জীবিকার মানউন্নয়ন---------- ১০-১১
জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন---------- ১২-১৩
সুশাসন ও জনসংগঠন উন্নয়ন ---------- ১৪-১৫
স্বাস্থ্য উন্নয়ন---------- ১৫-১৬
দূর্যোগ প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনা ---------- ১৬-১৭
সংস্থার অন্যান্য কার্যক্রমসমূহ ---------- ১৮-১৯
তথ্যকণিকা ---------- ২০
Organogram of USS---------- ২১
নেটওয়ার্ক সদস্য ---------- ২২
অডিট ----------

নির্বাহী পরিচালকের দুটি কথা/ভূমিকা



উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা একটি বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী অলাভজনক উন্নয়ন সংস্থা। আজ থেকে প্রায় ৪৩ বছর পূর্বে ১৯৭৯ সালের ১৮ মে, গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলার কুখাতাইর গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয় এই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাটি। জন্মলগ্ন থেকেই প্রান্তিক ও পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারীর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা, যাতে সে জীবন জীবিকা উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে-এই লক্ষ্যে কাজ করে আসছে। ১৯৮১ সালে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা সমাজ সেবা অধিদপ্তর কর্তৃক এবং ১৯৯১ সালে এন,জি,ও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক নিবন্ধিত হয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, তথ্যসেবা, সচেতনতা বৃদ্ধি, সুশাসন, দক্ষতা উন্নয়ন, জেন্ডার সমতা, নারীর ক্ষমতায়ন, প্রতিবন্ধিতা উন্নয়ন, প্রাকৃতিক ও সামাজিক দূর্যোগ মোকাবেলা, জলবায়ু সহনশীল ও চরাঞ্চলের জনগণের জীবনমান উন্নয়নসহ প্রতিটি ক্ষেত্রেই উদয়নের রয়েছে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা। উদয়নের কার্যক্রমকে প্রধানত তাৎক্ষনিক এবং নিয়মিত এই দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রাকৃতিক ও সামাজিক দূর্যোগ মোকাবেলায় উদয়ন যেসব কাজ করে থাকে সেগুলোকে তাৎক্ষনিক ও ধারাবাহিক কর্মকান্ডগুলোকে নিয়মিত কার্যক্রম বলে। উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা বিশ্বাস করে যে নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন সম্ভব। জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে এই ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া খুবই জরুরী। ক্ষমতায়নের জন্য নারীদের আয়বৃদ্ধি, সম্পদ সমূহে অধিকার, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও নারীর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন এটা শুধু নারীর জন্যই নয় গোটা সমাজ এবং রাষ্ট্রের পিছিয়েপড়া মানুষেরই কল্যাণ বয়ে আনবে বলে অত্র সংস্থা বিশ্বাস করে। সুদীর্ঘ কর্ম অভিজ্ঞতায় উদয়ন অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছে যে সাময়িক ত্রাণ সরবরাহ কিংবা পুনর্বাসন জনগণের উন্নয়নে স্থায়ী সমাধান হতে পারে না। তাই তাৎক্ষনিক সেবা প্রদানের পাশাপাশি বিভিন্ন দাতা সংস্থার সহায়তায় অতিদরিদ্রের জীবনমান স্থায়ীভাবে উন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। গ্লোবাল ভিলেজের এই স্বরব সময়ে রাষ্ট্রের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার আকাঙ্খাকে গুরুত্ব দিয়ে অত্র সংস্থা দারিদ্র্যমুক্ত ও সাম্যতাভিত্তিক সমাজ গড়ার স্বপ্ন লালন করে আসছে, যেখানে সবার জন্য ন্যায়বিচার, সমতা, মানবাধিকার এবং মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং স্থায়ীত্বশীল প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, সকল শিশুর জন্য গুণগত শিক্ষা, দরিদ্র এবং অতিদরিদ্র জনগণের জন্য স্থায়ীত্বশীল জীবিকায়ন নিশ্চিত করা, জেন্ডার সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়ন, জলবায়ু পরিবর্তনকে প্রাধান্য দিয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উপর জনসক্ষমতা গড়ে তোলা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পানি-পয়:নিষ্কাশন ও বিশুদ্ধতা, সুশাসন এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশ, গবেষণা এবং সৃজনশীলতা এসব উদ্দেশ্য নিয়ে সরকারের গৃহীত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সংস্থাটি কাজ করে যাচ্ছে।

(মো: শাহাদত হোসেন মন্ডল)
নির্বাহী পরিচালক

এক নজরে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা

ভিশন (Vision)
ন্যায় ও জ্ঞানভিত্তিক স্বাবলম্বী সমাজ

মিশন (Mission)
জ্ঞানের বিকাশ ও দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং স্থানীয় সম্পদ ও তথ্য প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার, টেকসই জনসংগঠন তৈরী, টেকসই পরিবেশ উন্নয়ন, নারী পুরুষের সমতা এবং অধিকার প্রতিষ্ঠা।

আদর্শ (Norms)
সাহায্য নয় সহযোগিতা

নীতি (Principles)
১. অংশগ্রহণ
২. স্বচ্ছতা
৩. জবাবদিহিতা
৪. প্রান্তিক ও প্রতিবন্ধীদের অংশীদারীত্ব
৫. শিশু বান্ধব পরিবেশ।

উদ্দেশ্য (Objectives)
- স্বাবলম্বী গ্রাম উন্নয়নে সুবিধা বঞ্চিত নারী -পুরুষদের ক্ষমতায়িতকরণ ও টেকসই জন সংগঠন তৈরী
- নিরক্ষরতা দূরীকরণে স্থানীয় পর্যায়ে গণ-আন্দোলন গড়ে তোলা এবং কার্যকরী জনঅংশগ্রহনের মাধ্যমে সুবিধা বঞ্চিত জনগণের ছেলে মেয়েদের উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার এবং আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে সহায়তা।
- তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণ।
- সকল প্রকার জেন্ডার বৈষম্য ও সহিংসতা দূরীকরণের মাধ্যমে মানুষের পারিবারিক জীবনে গুণগত পরিবর্তন আনয়ন করা।
- স্থানীয় সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও দায়বদ্ধতা সৃষ্টির জন্য সিবিও গঠনের মাধ্যমে সেবার মান বৃদ্ধি করা।
- শিশু ও প্রতিবন্ধীদের ইতিবাচক অংশগ্রহন ও তাদের অধিকার আদায়ে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা।
- দরিদ্র ও অতিদরিদ্র মানুষের স্বাবলম্বীতা অর্জনে আয়-উপার্জন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি। দুর্গম চর এলাকায় স্থায়ীত্বশীল জীবিকায়নে সহযোগিতা করা।
- জলবায়ুর নেতিবাচক প্রভাব, পরিবেশের ভারসাম্যরক্ষাকারী সম্পদের ধ্বংস রোধে পরিবেশ বান্ধব কার্যক্রম গ্রহণ এবং নির্মল পরিবেশ প্রতিষ্ঠায় গণ-আন্দোলনকে বেগবান করা।
- জনগণকে স্বাস্থ্য ও রোগ প্রতিরোধমূলক সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে রোগমুক্ত সমাজ গঠন, সবার জন্য স্যানিটেশন ও মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন করা, ধুমপান ও মাদক মুক্ত সমাজ গঠন করা।
- দূর্যোগে ঝুঁকি ও ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরা এবং দুর্যোগ কবলিত জনগণকে স্বাভাবিক জীবন যাপনে সহযোগিতা করা।

উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার প্রধান প্রধান কর্মসূচীসমূহ

১. মানসম্মত শিক্ষা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন

- শিক্ষাঃ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষায় আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে সহায়তা।
- তথ্য ও প্রযুক্তি।
- টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট
- বেসিক আইটি/আইসিটি লিটারেসি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম।
- ধুমপান ও মাদকমুক্ত সমাজ গঠন
- প্রশিক্ষণ।

২. জীবন জীবিকার মানোন্নয়ন

- স্বাবলম্বী কৃষি
- আয়বৃদ্ধিমূলক প্রকল্প
- হস্তশিল্প
- সম্পদ হস্তান্তর
- ভ্যালু চেইন

৩. জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন

- জেন্ডার ও উন্নয়ন
- সুশাসন
- নারী অধিকার
- শিশু অধিকার
- রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি

৪. সুশাসন ও জনসংগঠন

- সচেতনতা বৃদ্ধি
- জনসংগঠন তৈরী ও সক্ষমতা বৃদ্ধি, নেটওয়ার্কিং।
- সামাজিক নিরীক্ষা ও এ্যাডভোকেসী।

৫. স্বাস্থ্য উন্নয়ন

- প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি
- পানি ও পয়:নিস্কাশন
- স্বাস্থ্য ও সেবার মান বৃদ্ধিতে এ্যাডভোকেসী।
- স্বাস্থ্য ক্যাম্প

৬. দূর্যোগ প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনা

- দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি
- দুর্যোগ সচেতনতা বৃদ্ধি
- দুর্যোগকালীন উদ্ধার কার্যক্রম ও সেবা প্রদান
- শিশুদের মনো-সামাজিক সুরক্ষা
- ত্রাণ ও পূণবার্সন

কর্ম এলাকা

প্রতিষ্ঠার পর থেকে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা নীতি নির্ধারণী বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিম্নোক্ত এলাকাগুলোতে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।

জেলা	থানা/উপজেলা	ইউনিয়ন	গ্রাম সংখ্যা
গাইবান্ধা	সাঘাটা	পদুমশহর, ভরতখালী, সাঘাটা, মুক্তিনগর, কচুয়া, ঘুড়িদহ, হলদিয়া, জুমারবাড়ী, কামালের পাড়া, বোনারপাড়া।	১০৫ টি
	ফুলছড়ি	গজারিয়া, ফুলছড়ি, ফজলুপুর, এড়েন্ডাবাড়ি, কঞ্চিপাড়া, উদাখালী, উঁড়িয়া	৭০ টি
	গাইবান্ধা পৌরসভা	পৌরসভা	০৩ টি ওয়ার্ড
ঢাকা	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	মোহাম্মদপুর	০১ টি ওয়ার্ড
মোট ২ টি	**০৭ টি**	**১৯ টি**	**১৭৯ টি**

উলেখ্য মাদারীপুর জেলায় মাদারীপুর সদর, শিবচর, কালকিনি ও রাজৈর উপজেলার মোট ১০টি ইউনিয়নে ২০০ জন কিশোর ও তরুণদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষে আইসিটি ইন্সটিটিউট এর সহায়তায় জীবনমুখী দক্ষতা বৃদ্ধিতে বেসিক আইটি ও আইসিটি লিটারেসি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করা হয়।

লক্ষ্যভূক্ত জনগোষ্ঠী

উত্তরবঙ্গের নদী বিধৌত দূর্যোগ কবলিত ঐতিহ্যবাহী জনপদের মধ্যে গাইবান্ধা জেলার সিংহভাগ জনগোষ্ঠীই দরিদ্রপ্রবণ ও দূর্দশাগ্রস্থ। উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার লক্ষ্যভূক্ত জনগোষ্ঠী হিসেবে উক্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে যারা অতিদরিদ্র, প্রতিবন্ধী, সমাজ ও সুবিধা বঞ্চিত বিচ্ছিন্ন-বিপন্ন পরিবার, সুযোগ ও অধিকার বঞ্চিত, নিরক্ষর, অদক্ষ্য, কর্মহীন, তুলনামূলক কম আয় উপার্জনের অধিকারী, সামাজিক বৈষম্যের শিকার, বিশেষত নারী ও শিশু এবং প্রাকৃতিক দূর্যোগকবলিত, তাদেরকে নিয়ে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নিয়মিত কর্মসূচিসহ বিভিন্ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন করে আসছে। এছাড়াও স্থানীয় সুশীল সমাজ, স্থানীয় সরকারী প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত প্রতিনিধি, স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী, শিক্ষক, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের সাথে সম্পৃক্ত করে লক্ষ্যভূক্ত জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকার মান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

উপজেলা	উপকারভোগীর সংখ্যা		মোট
	নারী	পুরুষ	
সাঘাটা	৮৭৫০	৫১২	৯২৬২
ফুলছড়ি	৮০১	-	৮০১
গাইবান্ধা পৌরসভা	১২৫	-	১২৫
মোহাম্মদপুর	১৭৫	১১১	২৮৬

মানসম্মত শিক্ষা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, এবং মানব সম্পদ কর্মসূচী

উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা শিক্ষা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে প্রুতিশ্রুতিবদ্ধ। গাইবান্ধা জেলার মধ্যে সাঘাটা ও এবং ফুলছড়ি উপজেলা অধিকতর দরিদ্র-প্রবণ ও দূর্যোগ কবলিত এলাকা। এই দুই উপজেলার নদীচর ও বাঁধ সংলগ্ন এলাকার জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান যেমন পিছিয়ে আছে তেমনি এখানে অতিদরিদ্র পরিবারের শিশুদের মানসম্মত লেখাপড়ার সুযোগ খুবই কম। এলাকার জনগোষ্ঠীর বিশাল একটা অংশকে মানসম্মত শিক্ষা ও সুবিধা বঞ্চিত রেখে কোনভাবেই টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই শিক্ষার গতি ও এর গুনগত মানকে উন্নত করতে কর্মএলাকায় পিছিয়ে পড়া, সুযোগ বঞ্চিত ও বিদ্যালয় থেকে ঝড়ে পড়া, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ছেলে-মেয়েদের স্কুলগামী করে মানসম্মত শিক্ষা প্রদান করার কাজ করে আসছে। এরই ধারবাহিকতায় প্রত্যন্ত অঞ্চলে উদয়ন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, উদয়ন মহিলা ডিগ্রী কলেজ, চরাঞ্চলে উদয়ন আনন্দভুবন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, এবং যেসব ঘনবসতি এলাকা গুলোতে স্কুল নেই সেসব এলাকাগুলোতে ৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে মানসম্মত শিক্ষা প্রদান করার কাজ করে আসছে। এছাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে শিক্ষা ওয়াচ কমিটির মাধ্যমে অধিপরামর্শ কার্যক্রম এবং বিদ্যালয় সংশ্লিষ্টদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এছাড়াও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ইংরেজী ও কম্পিউটার শিক্ষায় দূর্বলতা দূরীকরণের জন্য English & ICT in After School Club Project বাস্তবায়ন করছে। বিশ্বে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উত্তোরোত্তর বিকাশের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে নানাভাবে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে।



উল্যেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ

- শিক্ষাঃ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষায় আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে সহায়তা।
- তথ্য ও প্রযুক্তি।
- টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট
- বেসিক আইটি/আইসিটি লিটারেসি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম।
- ধুমপান ও মাদকমুক্ত সমাজ গঠন
- প্রশিক্ষণ।

কর্মসূচির এ্যাপ্রোচঃ

প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য শিক্ষক, এসএমসি, পিটিএ, অভিভাবক, সামাজিক নিরীক্ষা কমিটি, তাদের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করা এবং সেই লক্ষ্যে তারা যাতে তাদের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে পারে সেই জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী যেমন মা সমাবেশ, এসএমসি মিটিং, পিটিএ মিটিং, জয়ফুল লার্নিং, সঠিক নিয়মে এ্যাসেম্বলী এর মাধ্যমে শিক্ষার মান উন্নয়ন নিয়ে শিক্ষা ওয়াচ কমিটি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।

কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

জুলাই, ২০২২ হইতে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা **"মানসম্মত শিক্ষা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন"** কার্যক্রমের আওতায় যেসব কর্মসূচী বাস্তবায়িত করেছে সেগুলো নিম্নরুপ ;

ক্রমিক নং	কার্যক্রমের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	মন্তব্য
০১	করোনাকালীন বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার দক্ষতা যেমন ; বাংলা, ইংরেজি, গণিত বিষয়ে মুল্যায়ন করার জন্য ঢাকাস্থ প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেটিকস এন্ড ডেভেলপমেন্ট এর সহযোগিতায় উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা, ফুলছড়ি, গাইবান্ধা সদর, গোবিন্দগঞ্জ ও পলাশবাড়ি উপজেলার ৫-১২ বছর বয়সী প্রায় ১৮০০ শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করে।	১টি	১টি	প্রাথমিক পর্যায়ের প্রায় ১৮০০ জন শিক্ষার্থী এতে অংশগ্রহণ করে।
০২	শিশুরা খেলতে খেলতে কীভাবে শেখে তারই মুল্যায়ণ করার জন্য উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার আয়োজনে ও ঢাকাস্থ প্রতিষ্ঠান আইআইডি'র সহযোগিতায় গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলার পদুমশহর, জুমারবাড়ি ও বোনারপাড়া ইউনিয়নের প্রায় ৫৭টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণের মুল উদ্দেশ্য ছিল শিশুরা খেলার মাধ্যমে কীভাবে শেখে সেটি প্যালিস টুলস ফোরা ও সেল্প এর মাধ্যমে মুল্যায়ণ করা।	৫৮টি	৫৭টি	মোট অংশগ্রহণকারী ছিলেন ১৭১ জন তন্মধ্যে নারী ছিলেন ১১২ জন এবং পুরুষ ছিলেন ৫৯ জন।
০৩	বাজেটে নাগরিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার নিমিত্তে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত 'ই !কুয়ালিটি' প্রকল্পের আওতায় উদয়ন মহিলা ডিগ্রী কলেজে একটি টাউনহল সভার আয়োজন করা হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর কবীর, উপজেলা চেয়ারম্যান, সাঘাটা, গাইবান্ধা। উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দ, স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং অভিভাবকগণ।	১টি	১টি	মোট অংশগ্রহণকারীঃ ৩৫ জন নারীঃ ২৩ জন পুরুষঃ ১২ জন
০৪	ঝড়েপড়া প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের নতুন করে স্কুলগামী করার উপলক্ষে গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলার ভরতখালী ইউনিয়নের ২৫ জন প্রতিবন্ধীদের নিয়ে একটি জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। জরিপের ফলাফল নিয়ে ভরতখালী বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিজম স্কুলে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারে চেয়ারম্যান, বিভিন্ন প্রতিবন্ধী স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ, এনজিও প্রতিনিধি, সমাজ সেবক, এবং জরিপে অংশগ্রহণকারী প্রতিবন্ধী শিশুদের অভিভাবকসহ মোট ৬০ জন উপস্থিত ছিলেন।	১টি	১টি	প্রতিবন্ধী শিশুদের মধ্যে ১২ জন ছিল মেয়ে ও ১৩ জন ছিল ছেলে।
০৫	স্কুল বাজেট ও ইউনিয়ন বাজেট সম্পর্কে নাগরিকদের মতামত জানার উদ্দেশ্যে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার আয়োজনে ও ঢাকাস্থ প্রতিষ্ঠান আইআইডি'র সহযোগিতায় গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলার মুক্তিনগর ইউনিয়নের ধানঘড়া গ্রামে "বাজেটে নাগরিক অংশগ্রহণ" শীর্ষক একটি জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে এমন শিক্ষার্থীর অভিভাবক, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সদস্য এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিসহ মোট ১১১ জন এই জরিপে অংশগ্রহণ করে।	১টি	১টি	অভিভাবক ৯১ জন, শিক্ষক ৮ জন, এসএমসি সদস্য ৬জন এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ৬ জন।
০৬	উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত "ক্ষতিগ্রস্তদের খাদ্য সুরক্ষা ও জীবীকায়ন শক্তিশালীকরণ" প্রকল্পের আওতায় মানব সম্পদ গড়ার নিমিত্তে ১৮ জনকে বিভিন্ন কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তন্মধ্যে ৫ জন কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, ২ জন মাইক্রো ড্রাইভিং, ২ জন ওয়েল্ডিং, ২ জন ইলেকট্রিক্যাল এবং ৭ জনকে দর্জি ও সেলাই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।	১৮ জন	১৮ জন	নারী প্রশিক্ষণার্থী ছিলেন ৮ জন এবং পুরুষ প্রশিক্ষণার্থী

	যেসব সদস্য সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন তাদেরকে প্রশিক্ষণ শেষে একটি করে সেলাই মেশিন বিনামুল্যে প্রদান করা হয়।			ছিলেন ১০ জন।

কম্পিউটার প্রশিক্ষণ

কারিগরি শিক্ষার প্রসার বৃদ্ধির লক্ষ্যে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার অঙ্গসংগঠন উদয়ন টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট, এলাকার যুবক-যুবতীদের আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলার পুটিমারী গ্রামে অবস্থিত উদয়ন টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট প্রতি বছরে ৩৬০ ঘন্টার কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশন ট্রেডে ছাত্র/ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। ইন্সটিটিউটটি, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতায় পরিচালিত হয়। ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠানটি এলাকায় সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। প্রতি বছরের ন্যায় এবারেও ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে নিম্ন-বর্নিত ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি ও উত্তীর্ণ হয়েছে;

সাল	সেশন	ভর্তি	উত্তীর্ণ	মন্তব্য
২০২২	জুলাই-ডিসেম্বর	১৬	১৫	২ জন মেয়ে ও ১৩ জন ছেলে
২০২৩	জানুয়ারী-জুন	১৫	১১	৩ জন মেয়ে ও ৮ জন ছেলে

জীবন জীবিকার মান উন্নয়ন কর্মসূচী



গাইবান্ধা, বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দূর্যোগপ্রবণ জেলাগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি যেখানে নদীভাঙ্গন, বন্যা, খড়া, ঘূর্নিঝড়, অতিশীত, নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। বর্তমান বিশ্বে জলবায়ূ পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। গাইবান্ধায় প্রতি বছর হাজার হাজার একর জমি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায় শুধুমাত্র নদী ভাঙ্গনের কারণে। অসময় ও আকস্মিক বন্যায় প্লাবিত হয় ফসলের মাঠ। যার ফলে ফসল উৎপাদন হ্রাস পায় এবং পাশপাশি খাদ্য ও কাজের সংকট দেখা দেয়। এছাড়া চরাঞ্চলের অধিকাংশ জমি এক ফসলি হওয়ার কারনে বছরে প্রায় ৪-৫ মাস কৃষিজীবী পরিবার তথা কৃষি শ্রমিকদের মানবেতর সময় কাটাতে হয় অথবা অন্যত্র কাজের সন্ধানে বেড়িয়ে যেতে হয়। জীবন-জীবিকার মান উন্নয়নে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে যা বাংলাদেশের এসডিজি-১ অর্জনে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ

- স্বাবলম্বী কৃষি
- আয়বৃদ্ধিমূলক প্রকল্প
- হস্তশিল্প
- সম্পদ হস্তান্তর
- ভ্যালু চেইন

কর্মসূচির এ্যাপ্রোচঃ

প্রান্তিক জনগোষ্ঠির বিশেষ করে নারীদের আয় বৃদ্ধিতে তাদের দক্ষতা উন্নয়ন, আয়বৃদ্ধিমূলক প্রকল্প গ্রহণ এর মাধ্যমে আয় ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

জুলাই-২০২২ হইতে জুন-২০২৩ পর্যন্ত উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা **"জীবন জীবিকার মান উন্নয়ন"** কার্যক্রমের আওতায় যেসব কর্মসূচী বাস্তবায়িত করেছে সেগুলো নিম্নরুপ ;

ক্রমিক নং	কার্যক্রমের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	মন্তব্য
০১	প্রান্তিক জনগোষ্ঠীদের আত্মনির্ভরশীল করে তোলার উদ্দেশ্যে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার অন্তর্ভুক্ত উদয়ন ক্রাফট এর আওতায় ৫৭ জন সুবিধাবঞ্চিত ও হতদরিদ্র নারীদের দর্জি ও সেলাই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।	৭২ জন	৫৭ জন	নারী ৫৬ জন ও পুরুষ ১ জন
০২	মেনোনাইট সেন্ট্রাল কমিটি, বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় ও উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত "ক্ষতিগ্রস্তদের খাদ্য সুরক্ষা ও জীবীকায়ন শক্তিশালীকরণ" প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগীদের আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে ৩০টি পরিবারে ১০টি করে হাঁস বিতরণ করা হয়।	৩০টি পরিবার	৩০টি পরিবার	প্রতিটি পরিবারে ১০টি করে হাঁস দেওয়া হয়।
০৩	প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও চরাঞ্চলের মানুষের পুষ্টি চাহিদা পূরণ করার জন্য "ক্ষতিগ্রস্তদের খাদ্য সুরক্ষা ও জীবীকায়ন শক্তিশালীকরণ" প্রকল্পের আওতায় ১০টি পরিবারে মডেল সব্জী বাগান তৈরী করে দেওয়া হয় যেখানে পরিবারগুলো বিভিন্ন প্রজাতির শাক-সব্জী উৎপাদন করতে সক্ষম হবে। পরিবারগুলোতে মডেল সব্জী বাগান তৈরীর জন্য সকল ধরণের উপকরণ যেমন; বীজ, রাসায়নিক সার, জৈব সার ইত্যাদি প্রদান করা হয়।	১০টি পরিবার	১০টি পরিবার	১০ধরণের শাক-সব্জীর বীজসহ বাগান তৈরীর সকল উপকরণ প্রদান করা হয়।
০৪	জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সাথে অতিবন্যায় বাড়িতে শাক-সব্জী চাষ করে পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা পূরণ করার জন্য "ক্ষতিগ্রস্তদের খাদ্য সুরক্ষা ও জীবীকায়ন শক্তিশালীকরণ" প্রকল্পের আওতায় চরাঞ্চলের ৬টি পরিবারের ঝুলন্ত পদ্ধতিতে সব্জী চাষ শুরু করা হয়।	৬টি পরিবার	৬টি পরিবার	বন্যায় যেসব এলাকা প্লাবিত হয়ে যায় সেসব এলাকায় এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়।
০৫	বিষমুক্ত সব্জী উৎপাদন ও রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমানোর জন্য উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত "ক্ষতিগ্রস্তদের খাদ্য সুরক্ষা ও জীবীকায়ন শক্তিশালীকরণ" প্রকল্পের আওতায় সাঘাটা উপজেলার ঘুড়িদহ ইউনিয়নের ২২টি পরিবারে ভার্মিকম্পোস্ট তৈরীর জন্য উপকরণ প্রদান করা হয়।	২২টি পরিবার	২২টি পরিবার	পরিবারগুলো ভার্মি কম্পোস্ট আবাদি জমিতে ব্যবহারের পাশাপাশি বাহিরেও বিক্রি করছে।
০৬	গবাদিপশুপাখির রোগ বালাই দমনের জন্য উপজেলা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সহায়তায় "ক্ষতিগ্রস্তদের খাদ্য সুরক্ষা ও জীবীকায়ন শক্তিশালীকরণ" প্রকল্পের আওতায় সাঘাটা উপজেলার ঘুড়িদহ ইউনিয়নের ৩৫০টি পরিবারের গবাদিপশুদের জন্য ভ্যাক্সিন ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়।	৩৫০টি পরিবার	৩৫০টি পরিবার	প্রকল্পের সদস্যদের বাহিরেও অনেক পরিবারের গবাদিপশুদের ভ্যাক্সিন দেওয়া হয় সম্পূর্ণ বিনামুল্যে।

জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন

বাংলাদেশে নারী ক্ষমতায়নের বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য উদাহরণ থাকলেও বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী ৫০ বছর বয়সের হিসেবটা মাথায় নিয়ে বিশ্লেষণ করলে এখনও নারী সমাজের অবস্থা ও অবস্থান সেভাবে বিকশিত হয়নি। এখনও নারী সমাজ পুরোপুরি বৈষম্যমুক্ত হয়নি, এখনও নারীর অগ্রযাত্রার পথে রয়েছে অজস্র প্রতিবন্ধকতা। প্রতিনিয়ত তাকে বিভিন্ন



প্রতিকূলতার সঙ্গে মোকাবেলা করে সমাজে টিকে থাকতে হচ্ছে। এমনকি এদেশে এখনও নারী-পুরুষ সমতা সেভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এখনও পদে পদে তাদের সম্মুখীন হতে হয় বৈষম্য ও বাঁধার। বাংলাদেশের নারীর সমান অধিকারের অন্যতম প্রধান বাঁধা অবশ্যই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ। আমাদের সমাজে এখনও পুরুষের প্রাধান্য প্রকট। কন্যাসন্তান জন্ম এখনও সিংহভাগ পরিবারে কাছে কাংখিত নয়। জন্মপূর্বকাল থেকেই নারীদের উপেক্ষিত হওয়া শুরু হয়, যা চলতে থাকে মৃত্যু অবধি। চার দেয়ালের বাইরে নারীর স্বাধীন চলাফেরা ও কাজ সমাজ এখনও পছন্দ করে না। সমাজ নারীকে মজুরিবিহীন গার্হস্থ্য শ্রমেই ব্যস্ত দেখতে ও রাখতে চায়। এসবের নিরীখে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা নারী পুরুষের সমতা বিধানে জেন্ডার ইস্যুকে ক্রসকাটিং ইস্যু হিসাবে সংগঠনের বিভিন্ন কর্মসূচি ও কার্যক্রমে বাস্তবায়ন করে আসছে। জনসংগঠন (গ্রাম উন্নয়ন পরিষদ, নারী কণ্ঠ ফেডারেশন, নারী উদ্যোক্তা দল,কমিউনিটি হেল্‌থ সার্কেল, সুফিয়া কামাল ফেলো, গণকেন্দ্র) তৈরী , সক্ষমতা বৃদ্ধি ও নেতৃত্ব বিকাশের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার বৈষম্য হ্রাস তথা জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নে ভুমিকা রাখছে। এসকল কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রান্তিক নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য স্বনির্ভরশীল দল গঠনের মাধ্যমে এলাকা ভিত্তিক শক্তিশালী সংগঠন তৈরী ও তাদের বিকাশের মাধ্যমে সমাজে জেন্ডার সমতা অর্জন করা।

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ

- জেন্ডার ও উন্নয়ন
- সুশাসন
- নারী অধিকার
- শিশু অধিকার
- রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি

কর্মসূচির এ্যাপ্রোচ

প্রান্তিক নারীদের নিয়ে শক্তিশালী স্বনির্ভরশীল সংগঠন তৈরী ও তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, নারী নেতত্ব প্রদান ও এলাকা ভিত্তিক সংগঠনগুলোর বিকাশ করা। প্রান্তিক নারীদের বিভিন্ন ধরণের সম্পদে প্রবেশাধিকার প্রদান ও তাদের ব্যক্তিগত এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে জীবনকে উন্নত করার জন্য গণতান্ত্রিক উপায়ে কৌশলগত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা অনুশীলন করবে এবং বিকাশ করা। যাতে করে তারা স্থানীয় সরকারের কাছ থেকে পরিষেবা প্রাপ্তিতে ও বিভিন্ন ধরনের সম্পদে প্রবেশাধিকারে শক্তিশালী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। এছাড়াও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত জনসংগঠন তৈরীপূর্বক সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ক্যাম্পেইন, কাউন্সিলিং, এ্যাডভোকেসী ও লবিং এর মাধ্যমে স্থানীয় সেবারমান বৃদ্ধি, সামাজিক ব্যাধি হ্রাস, উন্নয়নকর্মকান্ড ও রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহন বৃদ্ধি করা ।

কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

জুলাই-২০২২ হইতে জুন-২০২৩ পর্যন্ত উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা **"জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন"** কার্যক্রমের আওতায় যেসব কর্মসূচী বাস্তবায়িত করেছে সেগুলো নিম্নরুপ ;

ক্রমিক নং	কার্যক্রমের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	মন্তব্য
০১	ড্যানীশ প্রতিষ্ঠান বান্ধবের সহযোগিতায় ও উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত "গণকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশের গ্রামীন নারীদের ক্ষমতায়িত করণ" প্রকল্পের আওতায় সাঘাটা উপজেলার ভরতখালী, মুক্তিনগর, ও বোনারপাড়া ইউনিয়নের ৩০জন সদস্য নিয়ে গণকেন্দ্র নির্বাচনের জন্য উদয়ন প্রশিক্ষণ কক্ষে ১দিন ব্যাপী প্রস্তুতিমুলক কর্মশালার আয়োজন করা হয়।	১টি	১টি	৩০টি গণকেন্দ্র থেকে ৩০জন প্রতিনিধি এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন।
০২	নারী ক্ষমতায়ন ও রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত "গণকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশের গ্রামীন নারীদের ক্ষমতায়িতকরণ" প্রকল্পের আওতায় গণকেন্দ্র নির্বাচনের আয়োজন করা হয়। নির্বাচনে ভরতখালী, মুক্তিনগর, ও বোনারপাড়া ইউনিয়ন থেকে মোট ৩৭জন প্রার্থী অংশগ্রহণ করেন যাদের মধ্য থেকে ২১ জন সদস্যদের সরাসরি ব্যালেট ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হন। নির্বাচনের ৩দিন পর নির্বাচিত সদস্যদের ফুলেল শুভেচ্ছ জানানো হয় এবং শপথ বাক্য পাঠ করান উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক।	১টি	১টি	৩ ইউনিয়নে ৩টি গণকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয় যাদের মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধন করে দেওয়া হবে।
০৩	গণকেন্দ্র নির্বাচনে নির্বাচিত সদস্যদের সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য এবং নেতৃত্বের গুণাবলী বিকাশের জন্য ঢাকা ট্রেনিং সেন্টারে ড্যানীশ প্রতিনিধি ও উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে ৪দিন ব্যাপী কৌশলগত কর্মশালা ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।	১টি	১টি	নির্বাচিত ২১ জন সদস্যদের জন্যই এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়।
০৪	নারী স্বাধীকার অর্জন ও নারী ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা কর্তৃক সাঘাটা উপজেলার ভরতখালী, মুক্তিনগর, ও বোনারপাড়া ইউনিয়নে বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে মোট ৪৫০টি উঠান বৈঠক করা হয় যাতে প্রান্তিক নারীরা উক্ত বিষয়গুলোর উপর সচেতন হন।	৪৮০টি	৪৫০টি	সমকালীন ইস্যু নিয়ে উঠান বৈঠকগুলো পরিচালনা করা হয়।
০৫	বসতভিটায় সব্জী চাষ করে সঞ্চয় প্রবৃদ্ধি বাড়ানো এবং নারীদের আর্থিকভাবে ক্ষমতায়ন করার উদ্দেশ্যে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত "ক্ষতিগ্রস্তদের খাদ্য সুরক্ষা ও জীবীকায়ন শক্তিশালীকরণ" প্রকল্পের আওতায় ঘুড়িদহ ইউনিয়নে মোট ৯৭টি সচেতনতামুলক উঠান বৈঠক পরিচালনা করা হয়।	১০০টি	৯৭টি	মোট অংশগ্রহণকারী ছিল ১৫৫২ জন।

সুশাসন ও জনসংগঠন উন্নয়ন

প্রতিটি দেশেরই সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কম-বেশি নীতিমালা তৈরী করলেও নানা সীমাবদ্ধতা ও অবহেলার কারণে বেশির ভাগ নীতিমালাসমূহের যথাযথ বাস্তবায়ন করতে পারেনা, ফলে জনগণ তাদের ন্যায্য অধিকার প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়, দায়বদ্ধ সরকারীসেবা তথা সেবায় দরিদ্র মানুষের ন্যায্যতা নিশ্চিতকরণে সকল পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন নিশ্চিত না হলে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়, অধিকার ও ক্ষমতায়নের মাধ্যমে দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত নারী-পুরুষের উন্নয়ন সম্ভব। এরই প্রেক্ষিতে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা নাগরিক সংগঠন "লোকমোর্চা", হেলথ ওয়াচ কমিটি, শিক্ষা ওয়াচ কমিটি, সুফিয়া কামাল ফেলো, সামাজিক উদ্যোক্তা দল গঠন ও তাদের এ্যাডভোকেসী কাজে সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীমুলক কার্যক্রম, স্বাস্থ্য সেবা, ভেল্যুচেইন গ্রুপ, মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ, পন্যের ন্যায্য মুল্য প্রাপ্তি, শিশু অধিকার ও তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বাস্তবায়নে অগ্রগতিতে জনসংগঠনগুলো সেবা প্রদানকারী ও সেবা গ্রহণকারীদের মাঝে অনুঘটক হিসাবে কাজ করছে।



উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ

- সচেতনতা বৃদ্ধি
- জনসংগঠন তৈরী ও সক্ষমতা বৃদ্ধি, নেটওয়ার্কিং।
- সামাজিক নিরীক্ষা ও এ্যাডভোকেসী।

কর্মসূচির এ্যাপ্রোচ

এ্যাডভোকেসীমূলক কার্যক্রমের আওতায় মাঠ পর্যায়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সচেতন ও সক্রিয় করার জন্য বিভিন্ন ক্যাম্পেইন কার্যক্রম, লবিং অনুষ্ঠানের আয়োজন করা, সংশ্লিষ্ট সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও সমমনা সংগঠনের সাথে বিভিন্ন সেবাগ্রহণ, সহায়তা প্রাপ্তি ও তাদের সেবার গুনগত মান বৃদ্ধির জন্য এ্যাডভোকেসী, লবিং, লিংকেজ, মতবিনিময় সভা এবং সামাজিক নিরীক্ষা পরিচালনার মাধ্যমে সমস্যা ও সম্ভাবনাগুলো কেন্দ্রীয় পর্যায়ে নীতিনির্ধারকদের সাথে সেমিনারের মাধ্যমে তুলে ধরে তার ইতিবাচক পরিবর্তনে সহযোগিতা করা। প্রয়োজনে নীতিমালা সংশোধনে সুপারিশ করা।

কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

জুলাই-২০২২ হইতে জুন-২০২৩ পর্যন্ত উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা **"সুশাসন ও জনসংগঠন উন্নয়ন"** কার্যক্রমের আওতায় যেসব কর্মসূচী বাস্তবায়িত করেছে সেগুলো নিম্নরুপ ;

ক্রমিক নং	কার্যক্রমের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	মন্তব্য
০১	উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত 'গণকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশের গ্রামীণ নারীদের ক্ষমতায়িত করণ' প্রকল্পের আওতায় সাঘাটা উপজেলায় সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে ভরতখালী মহিলা গণকেন্দ্র, মুক্তিনগর মহিলা গণকেন্দ্র ও	৩টি	৩টি	৩ইউনিয়নের জন্য ৩টি সংগঠন তৈরী করা হয়।

	বোনারপাড়া মহিলা গণকেন্দ্র নামে ৩টি সংগঠন তৈরী করা হয়, প্রতিটি গণকেন্দ্রে ৭জন করে সদস্য যথা; সভাপতি, সহ-সভাপতি, সেক্রেটারী, ক্যাশিয়ার, এবং কার্যকরী সদস্য নিযুক্ত রয়েছে।			
০২	সেবাদানকারী সরকারী প্রতিষ্ঠান যেমন; উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, উপজেলা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়নকারী অধিদপ্তর এর সাথে জন সাধারণ মানুষের যোগাযোগ স্থাপন ও সেবায় সহজলভ্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত 'ক্ষতিগ্রস্তদের খাদ্য সুরক্ষা ও জীবীকায়ন শক্তিশালীকরণ' প্রকল্পের আওতায় ঘুড়িদহ ইউনিয়নে মোট ১২টি উঠান বৈঠকের আয়োজন করা হয়।	১৩টি	১২টি	প্রতিটি উঠান বৈঠকে অধিদপ্তরের প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

স্বাস্থ্য উন্নয়ন

গাইবান্ধা বাংলাদেশের অনগ্রসর জেলাগুলোর মধ্যে অন্যতম। প্রতিবছর প্রাকৃতিক দূর্যোগ বিশেষ করে বন্যা, নদী-ভাঙ্গন, খরা, শৈত্য প্রবাহসহ নানাবিধ সামাজিক প্রতিকুলতার কারনে এই জেলার আর্থ-সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক উন্নয়নের



ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়। জেলার প্রায় ৬৫-৭০ ভাগ পরিবার দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করে। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্বাস্থ্যপরিচর্যা, স্বাস্থ্যসেবা সর্ম্পকে অসচেতনতার জন্য তারা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। দরিদ্র মানুষের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের, সেবাগ্রহণকারীর প্রতি নেতিবাচক মনোভাব ও অসহযোগিতার কারণে তারা সেবা হতে বঞ্চিত হচ্ছেন। সরকারী স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তিতে সকল প্রতিবন্ধকতা দুর করে সুবিধা বঞ্চিত নারী ও শিশুর গুণগত স্বাস্থ্যের মান উন্নয়ন, স্থানীয় স্বাস্থ্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে দরিদ্র মানুষদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ ও গুণগত স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির দাবী আদায়ের জন্য এবং কমিউনিটির সক্ষমতা ও সামর্থ বৃদ্ধিতে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা স্বাস্থ্য উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

উল্যেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ

- প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি
- পানি ও পয়:নিস্কাশন
- স্বাস্থ্য ও সেবার মান বৃদ্ধিতে এ্যাডভোকেসী।
- স্বাস্থ্য ক্যাম্প

কর্মসূচীর এ্যাপ্রোচ

জনসংগঠণের মাধ্যমে এ্যাডভোকেসি এ্যাপ্রোচে, সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করা লক্ষ্যে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়ন করা, গরীব ও দরিদ্র্য রোগীদের জন্য বিনামুল্যে চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা করা, ও বিনামূল্য ঔষধ বিতরনসহ বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা ক্যাম্পের আয়োজন করা।

কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

জুলাই-২০২২ হইতে জুন-২০২৩ পর্যন্ত উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা **"স্বাস্থ্য উন্নয়ন"** কার্যক্রমের আওতায় যেসব কর্মসূচী বাস্তবায়িত করেছে সেগুলো নিম্নরুপ ;

ক্রমিক নং	কার্যক্রমের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	মন্তব্য
০১	গর্ভবতী ও প্রসূতি মা'দের নিয়মিত স্বাস্থ্য চেকআপ ও গর্ভকালীন সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত 'ক্ষতিগ্রস্তদের খাদ্য সুরক্ষা ও জীবীকায়ন শক্তিশালীকরণ' প্রকল্পের আওতায় ঘুড়িদহ ইউনিয়নে উপজেলা পরিবার কল্যাণ সহকারীর উপস্থিতিতে ১৬টি স্বাস্থ্য ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়।	১৬টি	১৬টি	মোট ৩৮৪ জন গর্ভবতী ও প্রসূতি মা এই সেবা গ্রহণ করে।
০২	উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার উদ্যোগে সাঘাটা ডায়াবেটিক সমিতির আয়োজনে সাঘাটা উপজেলার ডায়াবেটিক্স রোগীদের নিয়মিত স্বাস্থ্য চেকআপ করার জন্য উদয়ন চত্বরে মোট ২৭টি স্বাস্থ্য ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়।	২৮টি	২৭টি	১১৩ জন ডায়াবেটিকস রোগী এই ক্যাম্পগুলো থেকে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করে।
০৩	উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা ও উপজেলা তথ্য সেবা কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে বোনারপাড়া ইউনিয়নের বাটি গ্রামে নারীদের ব্যাক্তিগত স্বাস্থসেবা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক একটি স্বাস্থ্য ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়।	১টি	১টি	মোট ৫০ জন নারী এই সেবা গ্রহণ করেন।
০৪	গরীব ও অসহায় চক্ষুরোগীদের বিনামুল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করার উদ্দেশ্যে ডাঃ ইব্রাহীম আই কেয়ার সেন্টার এর সহযোগিতায় সাঘাটা উপজেলার প্রায় ৫টি ইউনিয়নে মোট ১২টি আইসেবা ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। উক্ত আইসেবা ক্যাম্পগুলোতে মোট ১২০০ জন রোগী বিনামুল্যে চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করেন এবং তন্মধ্যে ১৩ জন রোগীর বিনামুল্যে ছানী অপারেশন করা হয়।	১৫টি	১২টি	প্রায় ১২০০ রোগী বিনামুল্যে চক্ষু সেবা গ্রহণ করেন।

দূর্যোগ প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনা

বর্তমান সময়ে জলবায়ূ পরিবর্তনের কারণে প্রাকৃতিক দূর্যোগের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। নদীভাঙ্গন, বন্যা, খড়া, ঘূর্নিঝড়, শীত, অতিবৃষ্টি, এসব নানাবিধ কারণে পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত উন্নয়ন কার্যক্রম বিভিন্নভাবে বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। দূর্যোগকে রোধ করতে না পারলেও, দূর্যোগ প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এর প্রভাব বা ক্ষতির পরিমান হ্রাস করা যায়। শুধুমাত্র দূর্যোগ প্রস্তুতি, ব্যবস্থাপনা, আগাম বার্তা পদ্ধতি ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দূর্যোগে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমান অনেকাংশে হ্রাস করা সম্ভব। উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা দূর্যোগ প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনা কর্মসূচির মাধ্যমে কর্মএলাকার জনসাধারণের জলবায়ু পরিবর্তন জনিত বিপর্যয়ে টিকে থাকার জন্য সক্ষমতা ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। এছাড়া, বন্যা ও নদীভাঙ্গনে দুর্যোগকালীন উদ্ধার কার্যক্রম,জরুরী ত্রাণ বিতরণ ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে পুনর্বাসনমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।



<u>উল্যেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ</u>

- দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি
- দুর্যোগ সচেতনতা বৃদ্ধি
- দুর্যোগকালীন উদ্ধার কার্যক্রম ও সেবা প্রদান
- শিশুদের মনো-সামাজিক সুরক্ষা
- ত্রাণ ও পূণবার্সন

কর্মসূচির এ্যাপ্রোচ

দুর্যোগ প্রস্তুতি বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি, নিয়মিতভাবে সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ, জরুরী স্বাস্থ্য ক্যাম্প আয়োজন, প্রশিক্ষণ, উদ্ধার কাজে সহায়তা, প্রয়োজনে ত্রাণ ও পূর্ণবাসনের কাজ ও পূর্ণবাসনের লক্ষ্যে আয় বৃদ্ধিমুলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা।

কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

জুলাই-২০২২ হইতে জুন-২০২৩ পর্যন্ত উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা **"দূর্যোগ প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনা"** কার্যক্রমের আওতায় যেসব কর্মসূচী বাস্তবায়িত করেছে সেগুলো নিম্নরুপ ;

ক্রমিক নং	কার্যক্রমের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	মন্তব্য
০১	উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার উদ্যোগে বন্যাকালীন সাঘাটা উপজেলার নদী তীরবর্তী এলাকার দুঃস্থ ও অসহায় পরিবারকে ত্রাণ (চাল,ডাল, তেল, চিড়া, চিনি, সাবান, লবণ, ইত্যাদি) বিতরণ করা হয়।	১৫০ টি পরিবার	১৪০টি পরিবার	
০২	শীতকালীন শৈত্য প্রবাহে ঢাকাস্থ প্রতিষ্ঠান পাটনার্স ফর বেটার লাইফ এর সহযোগিতায় উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা সাঘাটা ও ফুলছড়ি উপজেলার প্রায় ৫০০টি পরিবারে কম্বল বিতরণ করে।	৫০০টি পরিবার	৫০০টি পরিবার	বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।
০৩	দুর্যোগকালীন মানুষদের সচেতন করার উদ্দেশ্যে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত 'ক্ষতিগ্রস্তদের খাদ্য সুরক্ষা ও জীবীকায়ন শক্তিশালীকরণ' প্রকল্পের আওতায় দুর্যোগ, জেন্ডার ও ক্লাইমেট চেঞ্জ শীর্ষক ৫টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়।	৫টি	৫টি	১৫০জন সদস্য এই প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেন।
০৪	উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা নিজস্ব উদ্যোগে সাঘাটা ও ফুলছড়ি উপজেলার বন্যায় আটকে পড়া এমন পরিবারে উদ্ধার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে।	৫০০জন	৩৬০জন	

সংস্থার অন্যান্য কার্যক্রমসমূহ

সংস্থার ৪৪তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন

উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার ৪৩ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ১৮ মে, ২০২৩ সকাল ৯:০০ ঘটিকা হইতে বিকাল ৬:০০ ঘটিকা পর্যন্ত স্মৃতিচারণ, আলোচনা সভা ও ঈদ পূর্ণমিলনী অনুষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার নতুন-পুরাতন সকল কর্মীসহ উপস্থিত ছিলেন উদয়ন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষকবৃন্দ এবং উদয়ন মহিলা ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষসহ সকল প্রভাষকবৃন্দ। প্রথমেই অংশগ্রহণকারীদের সকলের নাম নিবন্ধন করে জাতীয় সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে জাতীয় পতাকা এবং সাংগঠনিক পতাকা উত্তোলন করা হয়। তারপর সবার উপস্থিতিতে কেক কাঁটার মাধ্যমে সংস্থার ৪৪ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর শুভ উদ্বোধন করা হয়। এরপর উদয়ন প্রশিক্ষণ কক্ষে উদয়নের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ পর্যন্ত সকল কার্যক্রমের উপর স্মৃতিচারণ করা হয়। স্মৃতিচারণ শুরু করেন উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ শাহাদত হোসেন মন্ডল। এরপর এক এক করে সকল পুরাতন কর্মীগণ তাদের কাজের অভিজ্ঞতা নিয়েও স্মৃতিচারণ করেন। স্মৃতিচারণ শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নতুন-পুরাতন কর্মীসহ উদয়ন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এবং উদয়ন মহিলা ডিগ্রী কলেজের শিক্ষার্থীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।



জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন

প্রতি বছরের ন্যায় উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা কর্ম এলাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্লাব, স্থানীয় প্রশাসন ও জনগনের সহিত সম্মিলিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন দিবস উদযাপন করে থাকে। এসব দিবস উদযাপনে সংস্থা কর্তৃক র‍্যালী, সমাবেশ, সেমিনার, মানববন্ধন ও আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জুলাই-২০২২ হইতে জুন-২০২৩ বছরে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা যেসব জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন করেছে সেগুলো নিম্নরুপ;

ক্রমিক নং	উদযাপিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসের নাম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	মন্তব্য
০১	১৫ ই আগস্ট, ২০২২ জাতীয় শোক দিবস উদযাপন	১টি	১টি	
০২	৯ ডিসেম্বর, ২০২২ বেগম রোকেয়া দিবস এবং আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস উদযাপন	১টি	১টি	
০৩	১৬ ডিসেম্বর, ২০২২ জাতীয় বিজয় দিবস উদযাপন	১টি	১টি	
০৪	২১ ফেব্রুয়ারী, ২০২৩ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন	১টি	১টি	
০৫	৮ মার্চ, ২০২৩ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন	১টি	১টি	
০৬	২৬ মার্চ, ২০২৩ জাতীয় স্বাধীনতা দিবস উদযাপন	১টি	১টি	
০৭	১৪ এপ্রিল, ২০২৩ পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে বাংলা নববর্ষ উদযাপন	১টি	১টি	
০৮	১ মে, ২০২৩ বিশ্ব শ্রমিক দিবস উদযাপন	১টি	১টি	
০৯	৫ জুন, ২০২৩ বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন	১টি	১টি	

সাংস্কৃতিক কার্যক্রম

সুস্থ্য সাংস্কৃতিক চর্চার মাধ্যমে জনসমাজে দ্রুত ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব যা অন্যান্য মাধ্যমে সহজে সম্ভব নয়। এই



বিশ্বাসে উদয়ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে এর চর্চা ও বিকাশে সহায়তা করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় কর্মীদের দ্বারা নিজস্ব সাংস্কৃত্রিক টীম গঠন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানভিত্তিক সাংস্কৃতিক দল গঠন ও তাদের কার্যকরি বিকাশে সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। এই সব সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে নাচ, গান, গণ ও পথ নাটক, জারীগান ইত্যাদির আয়োজন করা হয়। জুলাই ২০২২-জুন ২০২৩ বছরে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা সুস্থ সাংস্কৃতিক চর্চার উদ্দেশ্যে কর্মীদের নিয়ে ঈদ পূণর্মিলনী অনুষ্ঠান, পহেলা ফাল্গুণ উদযাপন, বাংলা নববর্ষ উদযাপন, কর্মীদের নিয়ে শিক্ষা সফরের আয়োজন ইত্যাদির আয়োজন করা হয়। এসব অনুষ্ঠাগুলোতে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা বরাবরের মত সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের দাওয়াত প্রদান করে থাকে।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

লেখাপড়ার পাশাপাশি শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দৈহিক গঠন এবং শিশুদের আনন্দ বিনোদন লাভের জন্য প্রতি বৎসরের



ন্যায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা বিভিন্ন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রধান শিক্ষক এবং স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সহায়তায় বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। উক্ত ক্রীড়ানুষ্ঠানে খেলাধুলার পাশাপাশি শ্রেণী ভিত্তিক ও বিষয় ভিত্তিক সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা, নাচ, গান, কৌতুক ও আবৃতি ও নাটক অনুষ্ঠিত হয়। স্কুলের ছাত্র/ছাত্রী, শিক্ষক ও শিক্ষা ওয়াচ কমিটি, এলাকার সুধীজন ও সাধারণ জনগণ এই ক্রীড়া অনুষ্ঠানে অংশগ্রহনের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করে থাকে।

তথ্যকণিকা

সংস্থার নাম	ঃ	উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা **(USS)** পুটিমারী, সাঘাটা, গাইবান্ধা।
যোগাযোগের ঠিকানা	ঃ	গ্রাম ঃ পুটিমারী, ডাকঘর ঃ খামার ধনারুহা, উপজেলা ঃ সাঘাটা, জেলা ঃ গাইবান্ধা-৫৭৬১
মোবাইল নং	ঃ	০১৭১১৪১৩৭৬৫ অথবা ০১৭১৩৪৮৪৬৬৯
ইমেইল	ঃ	uss.gaibandha@gmail.com
ফেসবুক	ঃ	www.facebook.com/uss.psg
ওয়েব ঠিকানা	ঃ	www.udayanbd.org
সংস্থার প্রতিষ্ঠাকাল	ঃ	১৮ মে ১৯৭৯
আইনগত বৈধতা	ঃ	সমাজ সেবা অধিদপ্তর ২৬৩/১৯৮১ এনজিও বিষয়ক ব্যুরো ৫৬৬/১৯৯১
সংস্থার ধরণ	ঃ	স্থানীয়
সংস্থার নির্বাহী প্রধান ও পদবী	ঃ	**মোঃ শাহাদত হোসেন মন্ডল** নির্বাহী পরিচালক
সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রম এলাকা	ঃ	গাইবান্ধা

প্রধান কর্মসূচীসমুহ ঃ

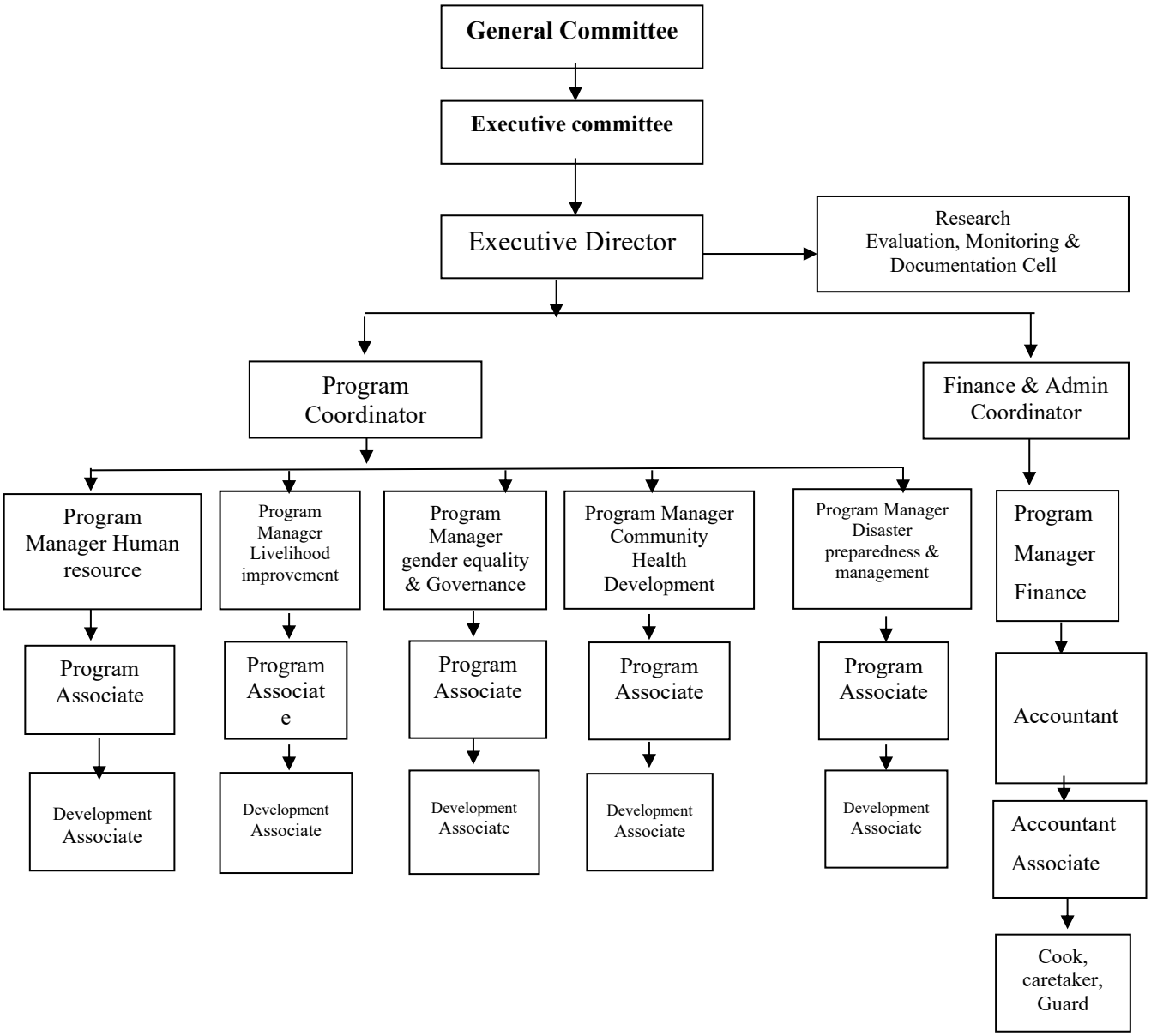
১। শিক্ষা, তথ্য, যোগাযোগ ও প্রযুক্তি এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন
২। জীবন জীবিকার মান উন্নয়ন
৩। জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন
৪। সুশাসন ও জনসংগঠন উন্নয়ন
৫। স্বাস্থ্য উন্নয়ন
৬। দূর্যোগ প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনা

মোট দল ও সদস্য সংখ্যা ঃ মোট দল ঃ ৭৬১ টি, মোট সদস্য ঃ ৯০৫৭জন ,

<u>কর্মী সংখ্যাঃ</u>

ধরন	নারী	পুরুষ	মোট
নিয়মিত	১৪	১২	২৬
সেচ্ছাসেবী	১০০	৫২	১৫২
মোট	১১৪	৬৪	১৭৮

অর্গানোগ্রাম


General Committee
Executive committee
Executive Director
Research
Evaluation, Monitoring &
Documentation Cell
Program
Coordinator
Finance & Admin
Coordinator
Program
Manager Human
resource
Program
Manager
Livelihood
improvement
Program
Manager
gender equality
& Governance
Program Manager
Community
Health
Development
Program Manager
Disaster
preparedness &
management
Program
Manager
Finance
Program
Associate
Program
Associat
e
Program
Associate
Program
Associate
Program
Associate
Accountant
Development
Associate
Development
Associate
Development
Associate
Development
Associate
Development
Associate
Accountant
Associate
Cook,
caretaker,
Guard

নেটওয়ার্কের সদস্য

01. ADAB-Association for Development Agencise in Bangladesh
02. BSAF-Bangladesh Shishu Adhikar Forum
03. VHSS-Voluteery Health Service Socity
04. CAMPE-Campaign for Popular Education
05. CWCS
06. ALRD-Association for Land reform and Development
07. Governance Coalition.
08. Gaibandha Unnayan Network.
09. NGO Forum for Public Health.
10. PMS-Prantik Manusher Sanghati
11. BEN-Bangladesh ECD Network
12. GNDR
13. NAHAB
14. FANSA BD